# গবেষণার অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যে আদি নিদর্শন হিসেবে আমরা পাই 'চর্যাপদ'-এই গ্রন্থ ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত যা রচিত হয়েছিল দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে। এরই পর বাংলায় তুর্কী আক্রমণের ফলে দেখা যায় চরম বিপর্যয়, যার প্রভাব পড়েছিল বাংলা সাহিত্যেও। এই তুর্কী আক্রমণের ফলে সমাজের উচ্চশ্রেণীর এবং নিম্নশ্রেণীর সংস্কৃতির মিলনের ফলে আমরা পেলাম 'মঙ্গলকাব্য'। এই পর্বে লৌকিক স্তরের দেব-দেবী উপরের স্তরে উঠে আসে এবং মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যই ছিল সেই সময় সাহিত্য রচনার প্রধান উপজীব্য বিষয়। এছাড়া এই পর্বে আমরা পেয়েছি পদাবলী সাহিত্য, জীবনীকাব্য এবং অনুবাদসাহিত্য। তবে মঙ্গল কাব্যগুলিই এককালে বাংলার সমগ্র শক্তি সম্প্রদায়ের সাহিত্য রচনার একমাত্র আদর্শ ছিল। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, ভারতচন্দ্রের মত প্রথম শ্রেণীর কবির কল্পনা এই জাতীয় কাব্যের মধ্য দিয়েই সার্থকতা লাভ করেছিল। এই পর্বে আমরা পেয়েছি একাধিক মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের হাত ধরে আমরা পেয়েছি 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবায়ন' কাব্য।

ভারতীয় যে সকল প্রাগ্-বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দু সমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান। ভারতীয় পৌরাণিক সমাজ রুদ্র, শিব ও যোগী চরিত্রের মধ্যে কোনপ্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। সেই জন্য একদিকে এই দেবতা যেমন ঘোর ভৈরব এবং রুদ্র আবার তেমনই অন্যদিকে অঘোর, শিব এবং দক্ষিণ আবার তিনিই যোগীশ্বর ও যোগীন্দ্র। পৌরাণিক সাহিত্যের ভিতর দিয়েই প্রধানত আর্যধর্ম বাংলাদেশে প্রচারিত হয়েছিল বলে এই দেবতার চরিত্রগত বিভিন্নমুখী এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম থেকেই এই দেশে প্রচার লাভ করেছিল, সেই জন্য তিনি কোথাও মঙ্গলকারী দেবতা আবার কোথাও রুদ্র ভয়ানক। শিবের এই দুইটি প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপরই বাংলার লৌকিক শৈবধর্ম স্থাপিত হয়েছে।

পৌরাণিক অকিঞ্চন শিবের-পরিকল্পনার উপরই ভিক্ষুক, কৃষক শিবের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কৃষিকার্য ব্যতীত বাংলাদেশের শিব চরিত্রের উপর আরও কয়েকটি গুণ আরোপ করা হয়েছিল, তা হল তাঁর ভাঙ্ ও গাজায় আসক্তি। শিব কর্তৃক বিষপানের পৌরাণিক কাহিনীকেই সেকালের বাঙালী কৃষকগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও রুচি অনুযায়ী এইভাবে রূপান্তরিত করে নিয়েছিল। এইভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে, বাংলার শিব একদিকে একজন অলস কৃষক, আবার অন্যদিকে

গাঁজা এবং ভাঙে পরম আসক্ত ও অন্য নারীর প্রতি আসক্ত।

এইভাবে পৌরাণিক শিব কাহিনী এবং লৌকিক শিব কাহিনীর সংমিশ্রণে আমরা পেয়েছি শিবায়ন কাব্য। এই শ্রেণীর কাব্যের কবিগণ হলেন— রামকৃষ্ণ রায়, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শঙ্কর কবিচন্দ্র, দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজমণিরাম, বিনয় লক্ষণ, শেখচান্দ, দ্বিজরামচন্দ্র।

রামকৃষ্ণ রায় রচিত কাব্য সর্বপ্রথম সুসংবদ্ধ শিবমঙ্গল কাব্য, শিব-বিষয়ক কোন কাহিনী নিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ কোন শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হয়নি। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান অবলম্বনে তাঁর 'শিবায়ন' কাব্য বা 'শিবমঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন। শিবমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব-সংকীর্তন' কাব্যটি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কাব্যটি রচনা করেন। এই দুই কবির কাব্যের কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রণের বৈচিত্র্য অন্বেষণের তুলনামূলক আলোচনা আমার অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়। উভয় কাব্যের কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণ, কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রণে অভিনবত্ব— প্রভৃতি দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে মূল আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

| | | |
|---|---|---|
| ভূমিকা | : | |
| প্রথম অধ্যায় | : | 'শিবমঙ্গল' কাব্য সৃষ্টির পূর্বে মঙ্গলকাব্যে শিবের স্বরূপ পরিচয় |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | : | কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় ও রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কবি পরিচয় ও কাব্য পরিচয় |
| তৃতীয় অধ্যায় | : | কবিদ্বয়ের 'শিবমঙ্গল' কাব্যের কাহিনীগ্রন্থনায় প্রথানুগত্য ও প্রথামুক্তির অন্বেষণ |
| চতুর্থ অধ্যায় | : | কবিদ্বয়ের 'শিবমঙ্গল' কাব্যের চরিত্র চিত্রণে প্রথানুগত্য ও প্রথামুক্তির অন্বেষণ |
| পঞ্চম অধ্যায় | : | কবিদ্বয়ের কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রণের তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়ন |
| উপসংহার | : | |

## প্রথম অধ্যায়

## ‘শিবমঙ্গল’ কাব্য সৃষ্টির পূর্বে মঙ্গলকাব্যে শিবের স্বরূপ পরিচয়

বৈদিকযুগে শিবের রুদ্র রূপ কল্পনা করা হয়েছিল। এই বৈদিক রুদ্র তাঁর প্রচণ্ড প্রলয় নৃত্যের দ্বারা ত্রিভুবনকে কম্পিত করেছিলেন। পাশাপাশি পৌরাণিক যুগে শিবের একটি প্রশান্ত ধ্যানী, যোগী রূপও পরিকল্পিত হয়েছে। বৈদিকযুগের প্রলয়কারী রুদ্র, পৌরাণিক যুগে এসে শিব অর্থাৎ মঙ্গলকারী দেবতায় পরিণত হয়েছেন। পৌরাণিক শৈবধর্ম বাংলার সমাজের উচ্চস্তরেই সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে নিম্নতর সমাজের মধ্যেও প্রচার লাভ করেছিল এবং নতুন রূপ লাভ করল— তা বাংলাদেশের সর্বত্রই যে অভিন্ন থাকল তা নয়; কারণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করেই এই নতুন পরিকল্পনা সৃষ্টি হয়েছিল। এই জন্যই এর মধ্যে আদর্শগত অনৈক্যও অনেক সময় তৈরী হয়েছিল। মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন কবিদের শিবচরিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে। বিজয়গুপ্তের শিব ইন্দ্রিয় শিথিল চরিত্র। তিনি শিবকে লোকায়ত ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন। নারায়ণদেবের কাব্যেও শিবের একই চরিত্র রূপের পরিচয় লিপিবদ্ধ, তবে কোথাও চরিত্র চিত্রণে সামান্য বৈচিত্র্য এনেছেন। বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মপুরাণ’ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল-এ শিবের যে ইন্দ্রিয় শিথিল রূপটি প্রধান হয়ে উঠেছে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ কিন্তু সেই দুর্বলতা ও ত্রুটির দিকটি এড়িয়ে কর্মবিমুখ দরিদ্র পেটুক শিবের ছবিটি উদ্ভাসিত করেছেন। এই ভাবে আমরা বৈদিক যুগ থেকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে রুদ্র শিব কীভাবে ধীরে ধীরে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কামুক, ভোজন বিলাসী ‘শিব’ চরিত্রে রূপায়িত হয়েছেন— তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় ও রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কবি পরিচয় ও কাব্য পরিচয়

মধ্যযুগের কবিদের ব্যক্তিগত পরিচয় বা তাঁদের জীবনকথা সম্পর্কে আমরা অনেক সময় সুস্পষ্ট জানতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রে অনুমানের উপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের সম্পর্কে আমরা একটা

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করি। আসলে মধ্যযুগে দেবতারাই মুখ্য, মানুষ সেখানে গৌণ। কবিরা তাই তাঁদের সম্পর্কে সোচ্চার ভাবে কিছু বলতেন না, নিজেদের রচনা সম্পর্কেও খুব একটা কিছু বলতেন না। কাব্যের ভনিতাতে তাঁদের সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কবি রামকৃষ্ণ রায় ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য কাব্য মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন এবং বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের মতামত পর্যালোচনা করে এই অধ্যায়ে কবি পরিচয় ও কাব্য পরিচয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছি।

## তৃতীয় অধ্যায়
## কবিদ্বয়ের 'শিবমঙ্গল' কাব্যের কাহিনীগ্রন্থনায় প্রথানুগত্য ও প্রথামুক্তির অন্বেষণ

রামকৃষ্ণ রায় তাঁর কাব্য রচনা করতে গিয়ে শিবের কাহিনী বর্ণনায় পুরাণ কথা বলেছেন তা তিনি একাধিকবার তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি যে পুরাণ অনুযায়ী শিবের মহিমা বর্ণনা করেছেন তা তিনি তাঁর কাব্যে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। রামকৃষ্ণ রায় শিবায়ন কাব্য রচনাকালে কাশী খণ্ড, হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, মহাভারতের শান্তিপর্ব, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতে আখ্যান, তত্ত্বকথা ও কাব্যাদিতে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল— এ কথা স্বীকার করতে হয়। এই কাব্যের পালাগুলির ভিতর কাহিনীগত কোন ঐক্যসূত্র নেই। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মতো শিবমঙ্গলের মধ্যে কোনও কেন্দ্রীয় কাহিনী নেই। বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক শিব প্রসঙ্গ একত্র গ্রথিত করে শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হয়— সেই জন্য অধিকাংশ পালাই এখানে স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন। ২৬টি পালার মধ্যে পাঁচটি পালায় শিব কাহিনীর লৌকিক আদর্শ অনুসরণ করেছেন। লৌকিক ভাবের বিশেষ প্রভাব আছে— হর-পার্বতীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনায়। তাঁদের দারিদ্র্যের সংসার, ক্ষুধার্ত কার্তিক গণেশের অনুযোগ, পরিশেষে হর-পার্বতীর তীব্র কলহ কবি খাঁটি শিবায়নের ঢঙে বর্ণনা করেছেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে মোট আটটি পালা— পদ্মপুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কালিদাসের কুমার সম্ভব প্রভৃতি পৌরাণিক ও ক্ল্যাসিক সাহিত্য থেকে কবি পৌরাণিক কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। হর-পার্বতীর বিবাহের পর থেকে পৌরাণিক কাহিনী অল্পে অল্পে অপসৃত হয়েছে এবং কৃষিপ্রধান জীবন থেকে উত্থিত লৌকিক শিবের কাহিনী গ্রহণ করেছেন। কবি পৌরাণিক অংশে গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করেছেন। রামেশ্বরের এই কাব্যে যদি কোন কৃতিত্ব থাকে তবে তা

মহাদেবের গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনায়। মহাদেবের কৃষিকার্য বাগদিনী বেশিনী দেবী কর্তৃক মহাদেবের ছলনা এবং গৌরীর শঙ্খ পরিধান এই অংশেই কবির মৌলিকতা। কবি রামকৃষ্ণ রায় ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'শিবমঙ্গল' কাব্যে পৌরাণিক কাহিনী এবং মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে কাহিনী গ্রন্থনায় প্রথানুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং এই প্রথাকে অনুসরণ না করে প্রথামুক্তির পরিচয় দিয়েছেন— আলোচ্য বিষয়টি এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

## চতুর্থ অধ্যায়
## কবিদ্বয়ের 'শিবমঙ্গল' কাব্যের চরিত্র চিত্রণে প্রথানুগত্য ও প্রথামুক্তির অন্বেষণ

শিবমঙ্গল কাব্যের কবিগণ পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর সমন্বয়ে 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেছেন। কবি রামকৃষ্ণ রায় তাঁর কাব্যে পৌরাণিক শিব কাহিনী উপস্থাপনা করেছেন এবং পাঁচটি পালায় লৌকিক কাহিনী রয়েছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে 'শিব' চরিত্রে পৌরাণিক শিবের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর 'শিবমঙ্গল' কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন যার ফলে তাঁর চিত্রিত 'শিব' চরিত্র একজন দরিদ্র কৃষক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। তাই তাঁদের কাব্যে একদিকে যেমন পৌরাণিক শিবকে উপস্থাপন করে প্রথানুসরণ করেছেন তেমনি অন্যদিকে লৌকিক শিবের সমাবেশ ঘটিয়ে প্রথামুক্তি ঘটিয়েছেন। এই প্রথানুগত্য ও প্রথামুক্তির আঙ্গিকে এবং চরিত্র নির্মাণের অভিনবত্ব বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এই কাব্যের প্রধান চরিত্র শিব-পার্বতী এবং অপ্রধান চরিত্র নারদ, মেনকা, হিমালয় ও ভীম চরিত্র আলোচনা করেছি।

## পঞ্চম অধ্যায়
## কবিদ্বয়ের কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রণের তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়ন

রামকৃষ্ণ রায় ও রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যের কাহিনী গ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রণের তুলনামূলক আলোচনা এই অধ্যায়ের বিষয়। রামকৃষ্ণ রায় যেহেতু তাঁর কাব্যে পৌরাণিক শিবের বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁর রচিত শিবচরিত্রে যতটা দেবমহিমা প্রকাশিত হয়েছে, মানবিকগুণ ততটাই অপ্রকাশিত রয়েছে, চরিত্রটি

স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করতে পারেনি। ভিখারী শিব চরিত্র অঙ্কনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যদিকে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে ভিখারী শিব তার আর্থিক অভাব অনটন মোচনের জন্য ভিক্ষাজীবী থেকে হয়ে উঠেছে কৃষিজীবী। আর এর পেছনে রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ। রামেশ্বর তাঁর কাব্যে শিব চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিকটি ইঙ্গিত করেছেন, এখানেই তাঁর নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে। তাই শিব চরিত্র নির্মাণে দেখা যায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য যতটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে রামকৃষ্ণ রায় তাঁর কাব্যে এই চরিত্রকে ততটা জীবন্ত করে তুলতে পারেনি। অনুরূপভাবে পার্বতী চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেও বলা যায় রামকৃষ্ণ রায়ের হাতে পার্বতী চরিত্রটি গতানুগতিক টাইপ চরিত্র হয়ে উঠেছে, শুধুমাত্র দুর্গার কন্দল উপাখ্যানে পার্বতীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রামেশ্বর পার্বতীকে শিবের গৃহিনীর পাশাপাশি কৃষক রমণী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। পার্বতী-ই শিবকে কৃষিকার্যের পরামর্শ দিয়েছে— এর মধ্য দিয়ে পরিবর্তনশীল সমাজের দিকটি ফুটে উঠেছে। নারী চরিত্রের স্বাভাবিক ছলনা, শাঁখা পরার মাধ্যমে নারী মনের চিরন্তন বাসনা অলঙ্কার পরিধান প্রভৃতি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রামেশ্বরের পার্বতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। এই অধ্যায়ে কবিদ্বয়ের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা অর্থাৎ কাহিনী গ্রন্থনে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, স্বাতন্ত্র্য এবং চরিত্র চিত্রণের অভিনবত্ব এই বিষয়গুলি বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

## উপসংহার

কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়ের ‘শিবায়ন’ বা ‘শিবমঙ্গল’ কাব্য এবং রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ‘শিব সংকীর্তন’ কাব্য— এই দুই শিবমঙ্গল বিষয়ক কাব্য আলোচনার মাধ্যমে অর্থাৎ কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণ, সমাজ চিত্রণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে চিত্রকল্পের ভাবব্যঞ্জনা বিষয়ে বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যটি শিবমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য—এই সিদ্ধান্তের নিরিখেই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির উপসংহার নির্ণীত হয়েছে।